আনন্দমঠ

শ্রীরমণী মোহন চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ বর্ষ—সাহিত্য বিভাগ।

নিভে যায় চিতা ধুম,—
মিশে যায় ফল্গুধারা মরু বালুকায়,—
বিস্মৃতির বিভীষিকা একচ্ছত্র অধিপতি
অন্তরের শূন্য সিংহাসনে।
বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম, মণিকার মালা
একে একে খ'সে পড়ে স্মৃতি মাল্য হ'তে।
উচ্ছল ত্রিযামা বক্ষে, পাণ্ডুর আকাশে
ধীরে ধীরে মুছে যায় নবমীর চাঁদ।
'—কিন্তু ভুলি নাই জাগরণ গান,
জাতির জীবন গাথা;
'সন্তানের' সন্ন্যাস সাধনা,
আনন্দের মূর্ত্ত মূর্ত্তি,
এ 'আনন্দ মঠে'।
'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিল আকাশে,
শিহরি উঠিল বাংলা,
সপ্তকোটী সন্তানের মাতৃনাম গানে।
জ্ঞান যেথা পেয়েছিল
শান্তি মুক্তি ভক্তির মন্দিরে;
ধর্ম্ম পেয়েছিল তথা,
কর্ম্ম মাঝে প্রমত্ত বিকাশ;
তারপর ধীরে,
প্রতিষ্ঠা লভিল চিরতরে,
মহাসিন্ধু বিসর্জ্জন নীরে।